ভোরের কাগজ - ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, বৃহস্পতিবার । ৫ ফাল্গুন ১৪১১

তালেবানি বিপ্লব কি আসন্ন ঃ জঙ্গি শফিকুল্লাহ ও ফরমানের জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য ॥ যাত্রা-নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত

(সারাংশ)

বগুড়া প্রতিনিধি ঃ জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশে তালেবানি স্টাইলে একটি ইসলামি বিপ্লব ঘটাতে চায়। এ জন্য দেশব্যাপী তৈরি করা হয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক এবং একই সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের অ্যাকশন কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইয়ের একান্ত সহযোগী জামা'আতুল মুজাহিদিনের অ্যাকশন গ্রুপের সদস্য শফিকুল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দ্বিতীয় দফায় দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে একথা উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে সে বলেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব তাদের এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো নেতা। তিনি বাংলা ভাইয়েরও নেতা বলে সে উল্লেখ করেছে। জানা গেছে, জামা'আতুল মুজাহিদিনই বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের (জেএমজেবি) মূল সংগঠন। জামা'আতুল সদস্যরাই জাগ্রত মুসলিম জনতার (জেএমবি) নামে বিভিন্ন স্থানে নাশকতা চালায়। নাটোর মসজিদ থেকে গ্রেপ্তারকৃত জামা'আতুল মুজাহিদিনের ১২ সদস্যের দলনেতা ফরমান আলীও তাদের শীর্ষ নেতা হিসেবে ড. গালিবের নাম উল্লেখ করেছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী জামা'আতুল যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে তাতে কয়েকটি এনজিও ও দেশীয় সংস্কৃতিকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু বোমা হামলার ঘটনাও যে তাদের কাজ তাও তাদের ভাষ্য থেকে প্রমাণ মেলে। সঙ্গত কারণেই সবার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাহলে কি দেশে একটি ইসলামি বিপ্লব আসন্ন?

গত ১৬ জানুয়ারি রাতে পুলিশ বগুড়ার গাবতলী উপজেলার সদুগ্রামে জামা'আতুল মুজাহিদিনের স্থানীয় নেতা জয়নালের বাড়ি থেকে শফিকুল্লাকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার করে। গত সোমবার তাকে বগুড়ায় এনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মুস্তাফিজুর রহমানের আদালতে তাকে হাজির করা হয়। সেখানে সে দ্বিতীয় দফায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশেই বিপুলসংখ্যক তরুণ ও যুবককে ইসলামি বিপ্লবের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। সে বলেছে, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের সবকটি স্থানে তাদের প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে 'ইসলামী জোশ' তথা জেহাদি মনোভাব তীব্রতর করার জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের 'ইসলামের শত্রুদের' সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত করা হয়। শফিকুল্লাহ আরো জানায়, তাদের ভেতর জেহাদি মনোভাব তৈরির জন্য ড. গালিবের বই-পুস্তিকা পড়ানো হয়। শুধু ড. গালিবই নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন শিক্ষক ও বিপুলসংখ্যক ছাত্র তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। তারা মনে করে আমাদের দেশে ব্র্যাক, প্রশিকাসহ এ জাতীয় এনজিওগুলো যেসব কাজ করে সেগুলো ইসলামবিরোধী। তাই এসব এনজিও কার্যক্রম বন্ধের জন্য তাদের নাশকতামূলক পরিকল্পনা রয়েছে। এদিকে গত এক সপ্তাহের মধ্যে গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জে, জয়পুরহাটের কালাইয়ায় ও নওগাঁর পোরশায় বোমা হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র থাকতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। এছাড়া সে বলেছে, গান-বাজনা ইসলামবিরোধী। তাই ইসলামি বিপ্লব সফল করতে এগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হবে। এজন্যই বগুড়াসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটছে বলে সে ইঙ্গিত দিয়েছে। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে।